প্রথম আলো

তারিখ ... 30 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সংবাদ সম্মেলন

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিল করা হোক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসাশিক্ষার বর্তমান ধারা ওলট-পালট হয়ে যাবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের অনেকেই চাকরি হারাবেন। তা ছাড়া এই শিক্ষানীতিতে জনমতের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেনি।

এসব কারণ দেখিয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন না করার দাবি জানিয়েছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট। ওই সংগঠনের দাবি হচ্ছে, দলীয় ও সরকারি মতাদর্শের ব্যক্তিবর্গের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এই শিক্ষানীতিতে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষানীতি বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। লিখিত বক্তব্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের কোনো প্রকৃত শিক্ষককে না রাখায় এটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন থেকে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ১ অক্টোবর থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা এবং শিক্ষকদের বদলি করার সুপারিশের বিরোধিতা করেন।

সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এসব বিদ্যালয়ের বর্তমান অবকাঠামোতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কক্ষ খোলার কোনো সুযোগ নেই। আর নতুন করে অন্তত ছয়টি কক্ষ নির্মাণে ব্যয়ও হবে অনেক বেশি। এ ছাড়া এগুলো নির্মাণে ব্যবস্থাপনাও কঠিন হবে। এদিকে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকদের অবস্থান ও পদ কী হবে, সে সম্পর্কেও কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তাঁদের নিয়োগও যে প্রক্রিয়ায় দেওয়ার কথা শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, তাতে জটিলতা না কমে বরং আরও বাড়বে। স্থানীয় সরকারের হাতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া হলে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

সরকার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয়নি, তাহলে কীভাবে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি হারাবেন—এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক নেতারা বলেন, যে শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়ে অভ্যস্ত, তাঁকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস নিতে বললে তিনি ব্যর্থ হবেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মনোয়ারা খাতুন, অধ্যক্ষ মো. আশরাফুল হক, অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান মোল্লা, মো. জাকির হোসেন প্রমুখ।